Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/ 127	Place(s) of Publication:	CALCUTTA.
		Year of Publication	1350 B.S. [?]
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	JITENDRANATH BASU.
Editor(s)	DEBENDRANATH MITRA	Size:	22 X 33 cms.
		Condition:	Good.
Title:	খাদ্য-উৎপাদন KHADYA - UTPADAN	Volumes in record:	Archive has: V.3, no. 18 (30th May 1945).

ফোন—সাউথ ২২০৮ এবং বড়বাজার ৪৭৭

Regtd. No. C. 2869

বৃক্ষ রোপণ সংখ্যা

অর্থের জন্য

ফল উৎপাদন করুন

এবং

স্বাস্থ্যের জন্য

ফল আহার করুন :

খাদ্য-উৎপাদন

বৃক্ষ রোপণ সংখ্যা

গ্রামে গ্রামে

কাঠের জন্য, জ্বালানীর জন্য,

তেলের জন্য

নানা রকম গাছ

রোপণ করুন :

[৩য় বর্ষ—অষ্টাদশ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ ; ইং ৩০শে মে, ১৯৪৫ [মূল্য—দুই পয়সা ; বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮/১০ আনা]

ফল গাছ

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

আম

আম ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। মাটিতে রস থাকিলে যে কোন স্থানেই আমের গাছ ভাল জন্মে। তবে বিশেষতঃ মাঘ-ফাল্গুন মাসে মুকুল ধরিবার অনুকূল সামান্য গরম পড়ে এইরূপ শীতোষ্ণ আবহাওয়ায় জমির জল নিকাশের ব্যবস্থা ভাল হইলে আমের গাছ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জন্মে ও ফলন বেশী হয়। আমের গাছ যেমন শক্ত, উহার শিকড়ও তেমনি জোরালো এবং বহুদিন জলাবদ্ধতা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

সাধারণতঃ কলমের দ্বারাই আমের গাছ জন্মান হয়, এবং কলম ৩০ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। রোপণের ৩।৪ বৎসর পরে ফলন সুরু হয় ; বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে আম পাকে।

আম নানা জাতীয় এবং যত্নপূর্ব্বক আশু ও দেরীতে ফল ধরে এইরূপ শ্রেণী নির্ব্বাচন করিয়া আমের গাছ জন্মাইতে পারিলে প্রায় সারা বছর আম খাওয়া যায়।

উইভিল নামক এক জাতীয় পোকা আমের খুবই শত্রু। ইহারা শীতকালে গাছের ছালের ফাঁকে ও মাটির নীচে থাকে। শীতকালে নিয়মিতভাবে বাগিচায় চাষের ও জল সেচের ব্যবস্থা করিলে এবং ফল পাড়া শেষ হইলে যত্ন সহকারে গাছ ছাঁটিয়া ও উহার গুঁড়ি পরিষ্কার করিয়া দিলে এই পোকা অনেকটা দমন করা যায়।

লিচু

দোআঁশ জমিতে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে লিচু গাছ ভাল জন্মে এবং ৪।৫ বছরের মধ্যে লাভজনক হয়। লিচু গাছ গুটি কলমের দ্বারা জন্মান হয় এবং উহা ৩০ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে লিচু পাকে। লিচু গাছ নানাজাতীয়। কোন গাছে আশু ফল ধরে, কোন গাছের ফলন হইতে দেরী লাগে। মজঃফরপুরের লিচু খুব নামকরা এবং বাংলা দেশেও উহা সহজেই প্রচুর জন্মান যায়।

পাতা কুঁকড়ান রোগ লিচু গাছের বিশেষ অনিষ্ট করে। গাছ ছাঁটাই করিয়া সমস্ত পাতা ফেলিয়া দিয়া ক্রুড্ বা কেরোসিন তৈলের "ইমালশন" গাছে ছিটাইয়া দিলে ইহার প্রতিকার হয়। ফল পাড়া শেষ হইলে ইহা করা ভাল।

বাদুড় ও কাক পাকা লিচু খুব বেশী নষ্ট করে। ইহাদের অনিষ্ট হইতে লিচু রক্ষা করিতে হইলে সম্ভবমত গাছ জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত।

পেয়ারা

বাংলা দেশের সকল স্থানেই পেয়ারা জন্মে। উঁচু জমিতে, হাল্কা দোআঁশ হইতে এঁটেল সকল রকম মাটিতেই পেয়ারা গাছ জন্মে। কাশী ও এলাহাবাদের পেয়ারা সবচেয়ে ভাল।

গুটি কলমের দ্বারা পেয়ারা গাছ জন্মান হয় এবং উহা ১৮ ফুট অন্তর লাগান হয়। দুই তিন বছরের মধ্যে পেয়ারা গাছের ফলন সুরু হয় এবং প্রায় সারা বছরই ফল পাওয়া যায়। পেয়ারা গাছের দুর্ব্বল ও রোদে পোড়া ডালগুলি ছাঁটিয়া ফেলা দরকার। ফলধরা গাছ এক বছর অন্তর ছাঁটাই করিতে হয়।

কাঁঠাল

সাধারণতঃ আঁঠি হইতেই কাঁঠাল গাছের উৎপত্তি হয়। চারা ৩০ ফুট অন্তর লাগাইতে হয় এবং চার হইতে ছয় বছরের মধ্যে গাছে ফলন সুরু হয়।

কাঁঠাল দুই রকমের—গলা ও খাজা। গলা কাঁঠালের চাহিদা বেশী। খাজা কাঁঠাল তরকারি হিসাবে খুব ব্যবহৃত হয়।

কাঁঠাল গাছ বৃদ্ধ হইলে ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র ডালপালা বাহির হয় ও পাতার সংখ্যা কমিয়া যায় ও পাতা ছোট হইতে থাকে। এই সময় ছাঁটাই করিয়া দিলে গাছ পুনরায় জোরালো হইয়া উঠে।

এক প্রকার ছিদ্রকারী পোকা এই গাছের বিশেষ অনিষ্ট করে। ইহার প্রতিকার—গোড়ায় চুণ মাখাইয়া দেওয়া, গোড়া খড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া এবং ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা।

জামরুল

জামরুল এক প্রকার সাদা জলযুক্ত ফল। বেশী বর্ষা পড়িবার পূর্ব্বেই চৈত্র হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে পাকিলে ইহা খাইতে সুস্বাদু হয়। গরমের দিনে এই ফল বিশেষ রুচিকর।

দাবা কলমের দ্বারা জামরুল গাছ জন্মান হয় এবং উহা ৩০ ফুট অন্তর লাগান হয়। তিন চার বছরেই জামরুল ফলে, চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত জামরুল পাওয়া যায়।

কালজাম

কালজামের গাছ সাধারণতঃ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। কলমের দ্বারাও এই গাছ জন্মান চলে। ৩০ ফুট অন্তর এই গাছ লাগাইতে হয়। ইহারা ৪ হইতে ৬ বছরে ফল দেয়। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে কালজাম পাকে। ইহা খাইতে সামান্য টক লাগে, কিন্তু নুন মিশাইয়া খাইতে বিশেষ রুচিকর।

কুল

এদেশে নানাজাতীয় কুল জন্মে। গোল কুলকে অনেকে "বরুই" বলে। এই জাতীয় কুল টকও হয়, মিষ্টিও হ[illegible] সাধারণতঃ ইহার গাছ জ[illegible] কাশীর কুল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা[illegible] নারিকেল কুল এবং গুটি কলম হইতে ইহার গাছ হয়।

সাধারণতঃ চোক কলম হইতে কুলের গাছ জন্মান হয় এবং ১৫ ফুট অন্তর এই গাছ রোপণ করা হয়। দুই তিন বছরে কুলের গাছে ফল ধরে। পৌষ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে কুল পাকে। চারা হইতে ছয় বছরে গোলা কুল গাছের ফলন সুরু হয়।

গোলাপজাম

গোলাপজাম একটি সুগন্ধি ফল। ফলের তুলনায় এর আঁঠি একটু বড়। আঁঠির উপরের সুগন্ধি শাঁস খাইতে বেশ মিষ্টি। গোলাপজামের গাছ খুব বড় নয়, মাঝারি রকমের।

দাবা কলমের দ্বারা এই গাছ জন্মান হয় এবং ২০ ফুট অন্তর লাগান হয়। মাঘ হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে গোলাপ জাম পাকে। এক জাতীয় গোলাপজামের গাছে বছরে দুইবার ফল ধরে।

লকেট

লকেট ফলের গাছ ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে; এই ফল খুব নরম ও সামান্য চাপ লাগিলেই নষ্ট হয়। ছোট বড় নানাজাতীয় লকেট আছে। কোন কোন ফলের আঁঠি বড়, শাঁস কম, তাই গাছ রোপণের পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক জাত বিচার করা কর্ত্তব্য।

বীজ ও দাবা কলমের দ্বারা লকেট গাছ জন্মান হয়; ২০ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। ২।৩ বছরে গাছে ফল ধরে। ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যে ফল পাকে। বীজের গাছে ফলন হইতে ৮।১০ বছর সময় লাগে।

সপেটা

সপেটা ফল নানারকমের। বারমাসিয়া সপেটা দেখিতে গোল এবং উৎপাদনের পক্ষে উহার গাছ সবচেয়ে ভাল। এই গাছ বৃহৎ বাগিচার উপযোগী।

কলমের দ্বারা সপেটা গাছ জন্মান হয় এবং ৩০ ফুট অন্তর লাগান হয়। রোপণের ৩।৪ বছরের মধ্যে এই গাছ ফল দেয়। সপেটা সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্ব্বে ফাটিয়া যায়। পাখীরা এই ফল নষ্ট করে। সুতরাং পাখীর আক্রমণ হইতে ফল রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

বাতাবী লেবু

ছোট ছোট বাগিচায় বাতাবী লেবুর গাছ ভাল জন্মে। বাতাবী লেবু অনেক রকমের। ভাল জাতেরগুলি খাইতে উপাদেয়।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার, ক্ষয় নাই।
—রবীন্দ্রনাথ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

সম্পাদকের কথা

বাংলা দেশে সকল রকম বৃক্ষের অভাব বরাবরই আছে—কি ফলের, কি জ্বালানী কাঠের, কি ঘর বাড়ী প্রস্তুত করবার কাঠের, কি তেলের, ইত্যাদি; যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য সব রকম গাছই খুব বেশী কাটা হয়েছে এবং গাছের অভাব আরও বেড়েছে; সুতরাং আমাদের এ অভাব পূরণ করতেই হবে। স্বাস্থ্যের জন্য ফলের গাছ চাই; অপরাধজনক গোবরের অপচয় নিবারণের জন্য জ্বালানী কাঠের গাছ চাই; ঘর বাড়ী প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত কাঠের গাছ চাই; কেরোসিনের অভাব মেটাবার জন্য এবং তেল সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হবার জন্য তেল দেয় এমন গাছ চাই; যুদ্ধের জন্য বাঁশের চাহিদাও খুব বেড়েছিল এবং বাঁশের ঝাড়ও অনেক কমে গেছে; অথচ সকলেই জানেন কত দিকে কত কাজের জন্য আমাদের বাঁশেরপ্রয়োজন কত বেশী; সুতরাং বাঁশের পরিমাণও আমাদের বাড়াতে হবে। এ সব দিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে; নিজের অভাব নিজে পূরণ করতে হবে। বাংলা দেশের মাটিতে সবরকম গাছই জন্মে—বাংলা দেশে জমিরও অভাব নেই। কেবল অভাব হচ্ছে—উৎসাহ ও আগ্রহের—আর নিজেদের দরকার সম্বন্ধে অমনোযোগ; এই অভাবই বাঙ্গালীকে পঙ্গু করে দিয়েছে, মেরে ফেলেছে।

বর্ষাকালই প্রায় সকল রকম গাছ লাগাবার উপযুক্ত সময়; সেই জন্য আমরা সকলকে এ বিষয়ে মনোযোগ দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি; পল্লীগ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ যেন নিজের সুবিধা ও সুযোগ অনুযায়ী ২।১টি ফলের গাছ, ২।১টি জ্বালানী কাঠের গাছ এবং ২।১টি ঘর বাড়ী প্রস্তুত করবার উপযুক্ত কাঠের গাছ লাগান; তাঁদের সুবিধা থাকলে ২।১টা বাঁশের ঝাড়ও যেন লাগান; আর সঙ্গে সঙ্গে তেলের কথাও ভাবতে হবে; এ কথা ভাবতে গেলেই রেড়ির কথা মনে হয়; ১০।১৫ কাঠা জমিতে রেড়ির চাষ করলে তেলের অভাব হবে না; রেড়ির শুকনো গাছ জ্বালানীর জন্য ব্যবহার করা যাবে—গোবর সারের অপচয় অনেকটা নিবারিত হবে।

এ ছাড়া প্রত্যেকেই কলা, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি ফলের গাছও অনায়াসে রোপণ করতে পারেন।

আবার বলছি—নিজেদের অভাব নিজেরা না মেটালে বাইরের কেউ এসে মিটিয়ে দেবে না। সকল বিষয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

বিধাতা আমাদের সহায় হউন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কলম বা দাবা কলমের দ্বারা বাতাবী লেবুর গাছ জন্মান হয় এবং ২০ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। ২।৩ বছরে গাছে ফল ধরে। ভাদ্র হইতে পৌষ মাসের মধ্যে ফল পাকে।

লেবু

লম্বা, বেঁটে, পুরু ও পাতলা খোসা বিশিষ্ট এবং সুগন্ধি নানা জাতের লেবু আছে। ইহার মধ্যে পাতলা খোসা বিশিষ্ট লেবুই সবচেয়ে ভাল। কাগজী ও পাতি লেবুতে খুব রস হয়।

গুটি কলমের দ্বারা লেবু গাছ জন্মান হয় এবং ১০ ফুট অন্তর লাগান হয়। ২।৩ বছরে লেবু গাছে ফল ধরে। সারা বছরই লেবু ফলে। গ্রীষ্মকালে লেবুর চাহিদা বেশী বলিয়া ঐ সময় যে সকল লেবু ফলে তার আদরও সবচেয়ে বেশী।

লেবু শুষ্ক ও রসহীন হইলে বুঝিতে হইবে যে গাছ উপযুক্ত আহার পায় নাই, অথবা ফলনের সময় সেচের অভাব ঘটিয়াছে। লেবু গাছে ফলন সুরু হইলে নিয়মিত জলসেচের ব্যবস্থা করা দরকার। নিয়মিত সার ও জল দেওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বার ফলনে লেবু রসহীন হইলে গাছ তুলিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য, কারণ অনেক সময় এই জাতীয় গাছের এমন অবনতি ঘটে যে আর কখনও ভাল ফল দেয় না।

তুঁত

তুঁত অনেক রকমের আছে। লম্বা-সাদা ও লম্বা-কালো জাতীয় তুঁত সবচেয়ে ভাল। তুঁত গাছের তেমন যত্ন লওয়ার দরকার হয় না। একবার লাগাইলে আপনি আপনি বাড়িয়া উঠে ও নিয়মিত ফল দেয়।

তুঁত গাছ ২০ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। বীজ ও ডাল কলমে তুঁত গাছ জন্মে। বীজের গাছ ৪ হইতে ৬ বছরে ফল ধরে, ডাল কলমের গাছে ২বছরেই ফলন সুরু হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তুঁত ফলে। অনেক সময় পাতা বেশী জোরাল হইলে অথবা ফুলের ফলোৎপাদন শক্তি না থাকিলে তুঁত গাছে ফল ধরে না। প্রতি অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে পাতা ও অতিরিক্ত ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার।

বেল

যে কোন সাধারণ মাটিতেই বেল গাছ জন্মে। বীজ ও কলম উভয়ের দ্বারাই বেল গাছ জন্মান যায়। ৩০ ফুট অন্তর গাছ রোপণ করিতে হয়। ৪।৫ বছরে ফল ধরে। বীজের গাছে ফলন হইতে ৭।৮ বছর সময় লাগে। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে বেল পাকে।

আতা

ভাল জলনিকাশ হয় এমন যে কোন জমিতেই আতা গাছ জন্মে। জমিতে চূণের অংশ বেশী থাকিলে আতার গাছ ভাল হয়। পাহাড়ের কাছে এই গাছ খুব ভাল জন্মায়। বীজ হইতেই আতা গাছের উৎপত্তি। ১৫ ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয় এবং ৫।৬ বছরেই গাছের ফলন সুরু হয়। ভাদ্র হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত আতার ফলনের সময়।

নোনা

নোনা গাছ যে কোন মাটিতে জন্মে। বীজ ও ডাল কলম হইতে নোনা গাছ জন্মান যায়। ২০ ফুট অন্তর গাছ রোপণ করিতে হয় এবং ৫।৬ বছরে ফলন সুরু হয়। মাঘ হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে নোনা ফল পাকে।

আঁশফল

যে কোন সাধারণ জমিতেই আঁশফলের গাছ জন্মে এবং বীজ ও কলম উভয় হইতেই জন্মান যায়। ২৫ ফুট অন্তর গাছ লাগাইতে হয়। বীজের গাছ ৭।৮ বছরে ও কলমের গাছ ৪।৫ বছরে ফল দেয়। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ফলনের সময়।

করমচা

করমচা গাছের বিশেষ কোন যত্ন লইতে হয় না। বীজ ও কলম উভয় হইতেই এই গাছের উৎপত্তি হয় এবং ২৫ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। বীজের গাছে ৩।৪ বছরে ও কলমের গাছে ২ বছরে ফল ধরে। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ফলনের সময়।

কামরাঙ্গা

ভাল জলনিকাশ হয় এইরূপ এঁটেল মাটিতে কামরাঙ্গা গাছ ভাল জন্মে। ছোট বাগিচায়ও এই গাছ জন্মান যায়। বীজ ও কলম উভয়ের দ্বারাই কামরাঙ্গা গাছ জন্মান যায় এবং ১৫ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। একবার ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক ও আর একবার পৌষ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বছরে দুইবার কামরাঙ্গা ফলে।

ফলসা

ফলসা গাছ জন্মাইতে তেমন যত্ন লাগে না। বীজ হইতে এই গাছ জন্মে এবং ৩৫ ফুট অন্তর লাগান হয়। ৩।৪ বছরেই গাছে ফল ধরে এবং বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে ফল পাকে। ছাঁটাইয়ের দ্বারা গাছ ছোট করিয়া দিলে নূতন গজান ডালে ফলসা ফল বড় হয়।

আনারস

দেশী ও বিদেশী নানারকম আনারস আছে। আনারস গাছ জন্মাইতে তেমন যত্নের প্রয়োজন হয় না। তেউড় হইতে গাছ জন্মে এবং সামান্য উঁচু ভিলি করিয়া ২॥ ফুট অন্তর ইহা লাগাইতে হয়। ১৮ মাস পরে ফলন সুরু হয়। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে আনারস পাকে। রং ধারলেই আনারস তুলিয়া ঘরে রাখিয়া পাকান উচিত।

ছায়ায় আনারস গাছ ভাল জন্মে। গাছের সারির মাঝখানের জায়গা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা দরকার।

কাক, শিয়াল ও বুনো শুয়োর আনারসের পরম শত্রু। আনারস বড় হইতে থাকিলে গাছের পাতাগুলি একত্র করিয়া উহার উপর বাঁধিয়া রাখিতে হয় যাহাতে ফলে রোদ না লাগে।

আনারস গাছের অতিরিক্ত তেউড়গুলি সামান্য বড় হইলেই ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার। গাছগুলি ৫ বছর অন্তর তুলিয়া পুনরায় লাগান উচিত। মাটি ভাল করিয়া খুঁড়িয়া এবং সার দিয়া একই জায়গায় পুনরায় গাছ লাগান চলে।

পেঁপে

জল নিকাশ ভাল হয় এমন জমিতে পেঁপে গাছ জন্মে। এই গাছের জলাবদ্ধতা আদৌ সহ্য হয় না। বীজ হইতে চারা করিয়া চারা কয়েক ইঞ্চি বড় হইলে ২০ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। ছোট বাগিচায়

(তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

পক্ষে পেঁপে একটি আদর্শ গাছ। স্ত্রী, পুরুষ ও উভলিঙ্গ তিন প্রকারের পেঁপে গাছ জন্মে। ২০।২৫টি স্ত্রী গাছের সঙ্গে একটি করিয়া পুরুষ গাছ থাকা দরকার। রোপণের ৮।১০ মাসের মধ্যেই পেঁপে গাছে ফল ধরে এবং ক্রমাগত ফলন হইতে থাকে। ঘনসন্নিবিষ্ট ফলন হইলে ফলের সংখ্যা কমাইয়া দিতে হয়, নতুবা ফল রীতিমত বাড়িতে পারে না। ডাল পালা গজাইবার জন্য ক্ষুদ্র অবস্থায় গাছের আগা কাটিয়া দেওয়া ভাল। গাছের বয়স ২ বছর পার হইলে আসল কাণ্ডটি কাটিয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে গাছে তিন চারিটি নূতন ডাল গজাইবে এবং ফলের আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট হইলেও ফলন বেশী হইবে। সাধারণতঃ তিন বছর পেঁপে গাছ ভাল ফল দেয়। এর পরে ফলের আকার ছোট হইতে থাকে। ফলন সুরু হইলে গাছের গোড়ায় তরল সার দিতে হয়। ইহাতে ফলের স্বাদ বাড়ে।

ফলের রং সামান্য হলদে আভা ধারণ করিলে ফল পাড়িয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে গ্রীষ্মকালে ২।৩ দিনেই ফল সম্পূর্ণ পাকিয়া যায়, শীতকালে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় লাগে। কাঠবিড়াল ও পাখীর আক্রমণ হইতে এই গাছ রক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কলা

যে কোন মাটিতেই কলা গাছ জন্মে, তবে ইহা ছায়ায় লাগান উচিত নয়। সামান্য যত্নেই কলা গাছ খুব ভাল হয়। বাজারে নামকরা কয়েক প্রকারের কলার চাহিদা সব সময়েই খুব বেশী।

তেউড় হইতে কলাগাছ জন্মে। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত যখন বর্ষা সুরু হয় তখনই সাধারণতঃ কলা গাছ লাগান হয়। ৯ ফুট অন্তর গাছ লাগাইতে হয়। ১০।১২ মাস পর ফল পাওয়া যায়। কলা বছরের সব সময়ই ফলে। পুকুরের পাঁক কলাগাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

একবার রোপণ করিলে কলার ঝাড় একাদিক্রমে ৩ বছর বেশ ফল দেয়, তবে তৃতীয় বছরে ফল আকারে ছোট হয়। প্রতি ২।৩ বছর অন্তর ঝাড় তুলিয়া পুনরায় নূতন স্থানে লাগান দরকার। এক ঝাড়ে তিনটির বেশী গাছ রাখা উচিত নয়। কলা ক্ষেত সকল সময় পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। গাছের জোর, বৃদ্ধি ও উন্নততর ফলনের জন্য বর্ষাকালে সাধারণতঃ ২।১ বার তেউড়ের কাছে কলা গাছ কাটিয়া দেওয়া উচিত। অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা থাকিলে যে কেহ ভাল কলা জন্মাইতে পারে।

ছড়ায় দুই একটি কলা পাকিতে আরম্ভ করিলে ছড়াসমেত কাঁদি কাটিয়া লইয়া ঘরে ঝুলাইয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি কলা পাকিয়া যায়।

কলাগাছে রোগ ধরিবার প্রধান কারণ এই যে, কলা পাকিলে লোকে ছড়া সমেত কাঁদি কাটিয়া লয় ও গাছটি কাটিয়া ফেলে, কিন্তু অনেক সময় মাটির নিচ হইতে উহার তেউড় তুলিয়া না লওয়ায় উহা পচিয়া কলার ঝাড়ে এক প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। ইহার ফলে কলার ঝাড়ে নূতন নূতন অকেজো পাতা জন্মে। কলা গাছে এই রোগ দেখা দিলে পুরাতন ঝাড় নষ্ট করিয়া নূতন স্থানে কলা গাছ লাগান উচিত।

নারিকেল

সাধারণতঃ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে নারিকেল গাছ জন্মে। ঐ সকল অঞ্চলের আবহাওয়াও মাটির নীচের লোনাজল নারিকেল চাষের উপযোগী। যত্ন সহকারে মাটির অবস্থা নারিকেল চাষের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিলে সমুদ্র হইতে বহু দূরেও এই গাছ উৎপাদন করা যায়। পুকুর ও ডোবা নালার পাড়ে নারিকেল গাছ ভাল হয়। নানারকম নারিকেল গাছ আছে। বীজক্ষেত্রে প্রথমতঃ বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে নারিকেল পুঁতিতে হয়। ৯ হইতে ১২ মাসের মধ্যে নারিকেল গজাইয়া উঠে। নারিকেলে গজ হইলে উহা অধিক পরিমাণে সারপ্রদত্ত ৩ ফুট গভীর গর্ত্তে স্থানান্তরিত করিতে হয়। ৩০ ফুট অন্তর নারিকেল গাছ লাগাইতে হয়। এক ঝুড়ি গোবর সারের সহিত এক বা দুই ঝুড়ি কাঠের ছাই, এক সের লবণ ও আধ সের হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছপ্রতি সার প্রয়োগ করিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়। ৬ হইতে ৮ বছরের মধ্যে নারিকেল গাছে ফল ধরে।

পোকা-মুক্ত রাখিবার জন্য বছরে দুইবার নারিকেল গাছের মাথি নিড়ান ও গোড়ায় ৩ ফুট চূণকাম করিয়া দেওয়া দরকার।

বাদাম

বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই বাদাম গাছ জন্মে। ইহা উৎপাদন করিতে বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন হয় না। বাদাম গাছ ৩৫ হাত পর্য্যন্ত উঁচু হয়। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে বীজক্ষেত্রে বীজ পুঁতিয়া চারা তৈয়ার করিয়া লইয়া ৩০ ফুট অন্তর বাদাম গাছ রোপণ করিতে হয়। ৪।৫ বছর পরে গাছে ফলন সুরু হয় এবং বৈশাখ হইতে আষাঢ় ও শ্রাবণ হইতে আশ্বিন অবধি বছরে দুইবার বাদাম ফলে।

চিজলী বাদাম

নিকৃষ্ট বেলে মাটিতে এই গাছ জন্মে। উহার উৎপাদনে কোন বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন হয় না। গাছ ২৫ হাত পর্য্যন্ত উঁচু হয়। বর্ষাকালে বীজক্ষেত্রে বীজ পুঁতিয়া চারা তৈয়ার করিয়া ২০ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। ৪।৫ বছর পরে ফলন হয়। বৈশাখ হইতে আষাঢ় ও শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস অবধি বছরে চিজলী বাদাম দুইবার ফলে।

বিলাতী আমড়া

বীজক্ষেত্রে বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া ২০ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। ৫।৬ বছরে গাছে ফল ধরে। শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বিলাতী আমড়া পাকে।

চালতা

চালতা গাছ যে কোন স্থানে উৎপন্ন হয় এবং ইহার উৎপাদনে বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের দরকার হয় না। বীজ হইতে চারা করিয়া ২০ ফুট অন্তর রোপণ করা হয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত চালতা পাওয়া যায়।

মাদার

সকল রকম মাটিতেই এই গাছ জন্মে। বীজ হইতে চারা করিয়া চারার বয়স এক বছর হইলে ২৫ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। ৫।৬ বছরে ফলন সুরু হয়। বর্ষাকালে ফল পাকে।

গাছের কলম প্রস্তুত প্রণালী

১। চোক কলম—কোন গাছ হইতে চোক (পাতার কুঁড়ি) তুলিয়া উহা ঐ জাতীয় অপর একটি চারা গাছের ছালের নীচে প্রবেশ করাইয়া যে কলম করা হয় তাহাকে চোক কলম বলে। কমলালেবুর কুঁড়ি লেবু গাছে বসাইয়া চোক কলম করা যায়, কিন্তু গোলাপ গাছের কুঁড়ি দ্বারা কমলালেবুর গাছে চোক কলম করা চলে না।

চোক কলম করা খুব সহজ হইলেও ইহা খুবই সূক্ষ্ম কাজ বলিয়া ইহাতে সফল হইতে হইলে বহুদিনের অভ্যাসের দরকার। প্রথমে নির্ব্বাচিত গাছের শাখা হইতে একটি পরিপুষ্ট কুঁড়ি বা চোক কাটিতে হইবে; চোকের আধ ইঞ্চি উপরে ধারাল ছুরি বসাইয়া উহার আধ ইঞ্চি নীচ পর্য্যন্ত কাটিয়া চোকটি যত্ন সহকারে তুলিয়া লইতে হয়। চোকের নীচে পাতা থাকিলে প্রথমেই তাহা কাটিয়া ফেলা দরকার। চোকের সহিত কাণ্ডের সামান্য যে অংশটুকু উঠিয়া আসিবে তাহাও ছুরির দ্বারা বিশেষ যত্নের সহিত তুলিয়া লইতে হইবে, যেন পিছন হইতে চোকটি কাটা না যায়।

যে গাছের ডালে চোকটি বসাইতে হইবে সেই গাছটি পেন্সিলের মত মোটা হওয়া উচিত এবং উহার ছালের মধ্যে চোক বসাইবার পূর্ব্বে উহাকে পিছনে ও সামনে বাঁকাইয়া নরম করিয়া লওয়া দরকার। পরে উহার যেখানে চোক বসাইতে হইবে সেখানে ছালের উপরে ছুরি দিয়া ইংরাজী "টি" অক্ষরের আকারে একটি আঁচড় কাটিতে হইবে এবং ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা সাবধানে চিহ্নিত স্থানের ছাল তুলিয়া অল্প ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে চোকটিকে আস্তে আস্তে বসাইতে হইবে। চোক বসান হইলে কাটা স্থান সুতা বা পাট দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। এক সপ্তাহ পরে চোকটি যখন সজীবতা লাভ করিবে তখন বুঝা যাইবে যে, কাটা স্থান মিলিয়া গিয়াছে। তখন বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে হইবে। চোক ভালরূপে বসিয়া গেলে উহার ২।৩ ইঞ্চি উপর হইতে যে গাছের চারার চোক বসান হইয়াছে তাহার কাণ্ডটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। চোকটি ফুটিয়া এক ফুট উঁচু শাখা পল্লব বাহির হইলে পুনরায় সংযোগস্থলের উপরে চারার কাণ্ড কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এই চোকই ভবিষ্যতের গাছে পরিণত হইবে।

বর্ষার প্রারম্ভ হইতে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত যখন চারা গাছ বাড়িতে থাকে তখন চোক কলম বাঁধিবার উপযুক্ত সময়।

২। কলম—কলম ও চোক কলমে তফাৎ এই যে চোক কলমে যেখানে মাত্র একটি কুঁড়ি লইয়া কলম বাঁধিতে হয়, সে ক্ষেত্রে কলমের জন্য চার বা ততোধিক কুঁড়িবিশিষ্ট একটি শাখা ব্যবহৃত হয়।

নানা প্রকারের কলম করা যায়, তবে প্রণালী সব ক্ষেত্রেই এক; মূল কথা এই যে এমন ভাবে কলম বাঁধিতে হইবে যাহাতে নির্ব্বাচিত শাখা ও কাণ্ডের কাঠ জোড়া লাগিতে পারে। "শিকড় কলম" ও প্রস্তুত করা যায়। কোন গাছের এক খণ্ড শিকড় ঐ জাতীয় অপর একটি গাছের নির্ব্বাচিত কাণ্ডে বাঁধিয়া দিয়া অথবা নির্ব্বাচিত শাখার একখণ্ড ঐ জাতীয় একটি গাছের কাণ্ডসংলগ্ন শিকড়ের সহিত মাটির নীচে বাঁধিয়া দিয়া শিকড় কলম করা হয়।

(ক) বাকলা কলম।—বাকলের উপর এক বা একের অধিক কুঁড়ি থাকিতে পারে। একটি কুঁড়ি লইয়া কলম বাঁধিলে তাহাকে "চোক কলম" বলে।

[চতুর্থ পৃষ্ঠায়]

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

কলমে একের অধিক কুঁড়ি ব্যবহৃত হইলে উহাকে "বাকলা কলম" বলা হয়। নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার বাকলই কলমের জন্য ব্যবহার করা চলে। তবে পুরাতন বাকলই বেশী উপযোগী। বাকলের সহিত যেন একটুও কাঠ না থাকে। কুঁড়িযুক্ত বাকল কাটা হইলে নির্ব্বাচিত কাণ্ডের উপর হইতে ঐ পরিমিত বাকল কাটিয়া ফেলিয়া ঐ স্থানে কুঁড়িযুক্ত বাকলটুকু বসাইয়া সূতা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। বাঁধন খুব শক্ত করা ভাল নয় বা কাটা স্থানে মাটি বা কোন কিছুর প্রলেপ দেওয়া উচিত নয়। কলমের ৬।৭ ইঞ্চি উপরে পাতাবহুল শাখা-প্রশাখা থাকা দরকার যাহাতে কলমের উপর উহাদের ছায়া পড়িতে পারে। ২।৩ সপ্তাহ পরে ঐ শাখা-প্রশাখাগুলি ছাঁটিয়া ফেলা উচিত এবং উহার উপর কুঁড়ি গজাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা দরকার যাহাতে বৃক্ষের আকর্ষিত ঊর্দ্ধগামী রস বিনা বাধায় কলমের কুঁড়িগুলিতে সঞ্চারিত হইতে পারে।

(খ) জিহ্বা কলম।—এই প্রকার কলম করিতে হইলে এক হইতে তিন ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট নির্ব্বাচিত কাণ্ডটিকে প্রথমে করাৎ দিয়া পরিষ্কার ভাবে কাটিয়া ফেলিয়া ধারাল ছুরি দ্বারা উহার উপরিভাগ চিরিতে হয়। তারপর চারার গোড়া কিলকের মত চাঁচিয়া উহা কাণ্ডের বেড়া জায়গায় এমনভাবে বসাইতে হয় যাহাতে চারা ও কাণ্ড উভয়ই স্তরে স্তরে মিশিয়া যাইতে পারে। কাণ্ডটি এক ইঞ্চির বেশী পরিধি-বিশিষ্ট হইলে উহাতে দুইটি চারা বসান [illegible]। চারা বসানো হইলে সংযোগস্থানে নিম্নোক্ত জিনিষের তৈয়ারী প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য :—

১। চর্ব্বি ½ ছটাক।
মোম ১ „
রজন ২ „

আগুনে চড়াইয়া এইগুলি গলাইয়া মিশাইতে হয় এবং হলদে না হওয়া পর্য্যন্ত নাড়িতে হয়। তারপর মণ্ড করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

১। রজন ½ ছটাক।
মোম ২ „
তিসির তৈল ২ „

আগুনে চড়াইয়া রজন ও মোম গলাইয়া মিশাইতে হয়। যতক্ষণ আগুনের উপর থাকিবে ততক্ষণ কেবল নাড়িতে হইবে এবং অল্প অল্প করিয়া তিসির তৈল ঢালিয়া উহার সহিত মিশাইতে হইবে। উক্ত মিশ্রিত বস্তু একটু চটচটে হয় বলিয়া উহা ব্যবহার করিবার সময় হাতে তিসির তৈল মাখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

৩। জোড় কলম।—দুইটা চারা গাছ একত্রে বাঁধিয়া যে কলম করা হয় তাহাকে জোড় কলম বলে। এই দেশে সচরাচর এই প্রকার কলমই ব্যবহৃত হয়। নির্ব্বাচিত চারা গাছটি তুলিয়া উহার কাণ্ডের সামান্য একটু স্থান কাটিয়া সমজাতের ও সমান পরিধিবিশিষ্ট অপর একটি গাছের কাণ্ড হইতে সমপরিমাণ স্থান কাটিয়া কাটা স্থানে উভয়কে একত্রে পাট দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। বাঁধা স্থান মাটি বা মোম দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া ভাল। এই প্রকারে মাসখানেক গত হইলে চারা সম্পূর্ণ জোড়া লাগিয়া যায়। তখন নির্ব্বাচিত চারার ডালপালা কাটিয়া দিয়া মাস দেড়েক কলমটি ছায়ায় রাখিয়া দিতে হয়। ইহার পর কলমটি যথাস্থানে রোপণের উপযুক্ত হয়।

দাবা কলম।—(ক) ছুরি দিয়া নির্ব্বাচিত ডালের খানিকটা বাকল তুলিয়া ডালটি নোয়াইয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিলে যে কলম হয় তাহাকে দাবা কলম বলে। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই ডালের মাটি দেওয়া অংশে শিকড় গজায়। শিকড় গজাইলে পর কলমটি কাটিয়া অন্যত্র রোপণ [illegible]তে হয়। দাবা কলমের দ্বারা লেবু গাছ জন্মান যায়।

(খ) গুটি কলম।—বর্ষাকালে গুটি কলম বাঁধিতে হয়। ইহাতে নির্ব্বাচিত ডালের কোন অংশের খানিকটা বাকল তুলিয়া গোবর মাটি দিয়া ঐ স্থান ঢাকিয়া পাট দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। বাঁধা স্থানে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে শিকড় গজাইতে আরম্ভ করে। বর্ষার অভাব হইলে কলমে জল দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। একটি পাত্রের নীচে ছিদ্র করিয়া উহাতে একটি পাটের খুঁজ লাগাইয়া জল ভরিয়া কলমের উপরে উহা এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখা দরকার যাহাতে বাঁধা স্থানে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া উহা ভিজাইয়া রাখে। বাঁধা স্থানে শিকড় গজাইলে কলম কাটিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে হয়। আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি গাছে গুটি কলম করা যায়।

৫। ডাল কলম।—সরল শাখাবিশিষ্ট ছোট ছোট গাছের ডাল কলম হয়। এইরূপ গাছের শাখা ও কাণ্ডের টুকরার দ্বারা ডাল কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। টুকরাগুলিতে অল্প পাতা থাকা দরকার এবং উহার উপরিভাগ ছাঁটিয়া চোখা করা দরকার যাহাতে পাতা হইতে উহার রস বাহির হইয়া না যায়।

৬। শিকড়ের কলম।—যে সকল ছোট ছোট গাছের ঝোপ হয় (busby trees) এবং ঐ ঝোপের গোড়ায় মাটির ঢিপি থাকার জন্য চারিদিকে শিকড় ছড়াইয়া পড়ে, সেই সকল গাছের শিকড়ের টুকরা হইতে গাছ জন্মান যায়। এই শিকড়ের টুকরাকে শিকড় কলম বলে। আপেল, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ শিকড় হইতে জন্মান যায়।

৭। গেঁড়।—কতকগুলি গাছের মাটির নিম্নস্থ কাণ্ড, যাহাতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহাকে গেঁড় বলে। গেঁড় খোসায় ঘেরা থাকে এবং উহার নিম্ন হইতে শিকড় বাহির হয়। পিঁয়াজ ও নানাপ্রকার ফুলের গাছ গেঁড় হইতে জন্মে। গেঁড় অঙ্কুরিত হইলে পৃথক স্থানে লাগাইতে হয়।

৮। কন্দ।—কতকগুলি [illegible]র কাণ্ড, যাহাতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহাকে কন্দ বলে। কন্দের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত আলু।

আমাদের
ডি, পি, ম্যাজিক
লেণ্ঠাণ ও
লেণ্টার্ণ-স্লাইড
ব্যবহার ক'রে আজও
খাদ্য উৎপাদন করুন।
ক্যালকাটা পিওর ড্রাগ কোং
২, কুপার্স লেন, কলিকাতা।

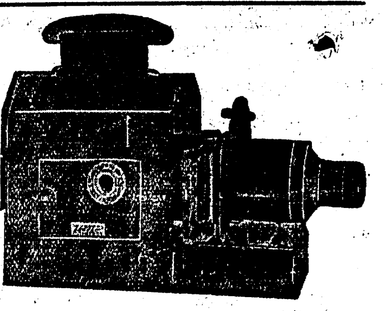

ডি, দাস এণ্ড কোম্পানী
১০৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন নম্বর—কলিকাতা ৬৭৬৩
ম্যাজিক লণ্ঠন বিক্রেতা এবং পল্লী সংগঠন সম্বন্ধে যাবতীয় স্লাইড প্রস্তুতকারক।

"খাদ্য উৎপাদন"

১। "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকা পনর দিন অন্তর প্রকাশিত হয়।

২। ইহাতে খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রধানতঃ স্থান পাইবে।

৩। ইহার নগদ মূল্য দুই পয়সা। ডাকে লইতে হইলে আরও এক পয়সা বেশী দিতে হয়। ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য এক টাকা দুই আনা। ভি, পিতে কাগজ পাঠানো হয় না।

৪। ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে পত্র লিখিয়া ঐ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় জানিয়া লওয়া দরকার।

৫। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকা আবশ্যক।

৬। প্রবন্ধাদি পাঠাইবার এবং যাবতীয় পত্রালাপ করিবার ঠিকানা—

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ, "খাদ্য উৎপাদন"
৯৩-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অথবা সমরেন্দ্রনাথ মিত্র
১৭৫।এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা

৭। সম্পাদককে চিঠি লিখিবার ঠিকানা—
পল্লী উন্নয়ন বিভাগ,
সার্ভে বিল্ডিং, আলিপুর, কলিকাতা।
ফোন সাউথ, ২২০৮

কৃষি আয়কর আইন

আইনের ধারা, হাইকোর্টের নজির, গবর্ণমেণ্টের নিয়মাবলী ও উপদেশ অবলম্বনে লিখিত।

রিটার্ণের তপছিলের ঘরগুলি জমিদারী সেরেস্তার হিসাবাদী ছাঁকিয়া কিরূপে পূরণ করিতে হইবে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে রিটার্ণ ফরম পূরণ করিতে পারিবেন।

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের ঋণসালিশী বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর রায় বাহাদুর যামিনীমোহন ঘোষ কৃত।

মূল্য ১৷৷০ অগ্রিম ১৷৵০ পাঠাইলে রেজিষ্টারী ডাকে পাঠান হয়।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ, 'গঙ্গাধর ভবন'
ময়মনসিংহ

প্রধানসম্পাদক—রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। ১৩-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড হইতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।